চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২৯.**১২**.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শহীদ জিয়া স্মৃতি জাদুঘরকে সংস্কার করে সংরক্ষণ করতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

নগরীর কাজীর দেউড়িতে অবস্থিত শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর স্মৃতি বিজড়িত শহীদ জিয়া জাদুঘরকে সংস্কার করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের আহবান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন সোমবার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জাদুঘরের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন মেয়র। এসময় জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের প্রশাসনিক-কাম-নিরাপত্তা অফিসার অর্পিতা দাশ গুপ্তা জাদুঘরের বিভিন্ন সমস্যা মেয়রকে জানান। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মেয়র বলেন, জাদুঘরের বিল্ডিং বেশ পুরানো হওয়ায় ভূমিকম্পে এখানে বেশ কয়েকটা ওয়ালে, বিমে এবং পিলারে ফাটল ধরা দিয়েছে। আমি ইতিমধ্যেই গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালকসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি। উনারা বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে ভবনটিকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায় সে বিষয়ে পরিকল্পনা করছেন। যেহেতু ১১৩ বছরের পুরনো বিল্ডিং তাই ঐতিহ্যের বিষয়টাকে মাথায় রেখে একই ডিজাইন রেখে ভবনটিকে শক্তিশালী করে কিভাবে টিকিয়ে রাখা যায় সে বিষয়ে কাজ করতে হবে।"সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য যে মন্ত্রণালয় এবং চট্টগ্রামের যে সার্ভিস অরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশনগুলো আছে সবাইকে জাদুঘরটি সংরক্ষণে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি মনে করি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষণা যিনি এই চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দিয়েছিলেন এবং 'উই রিভল্ট' বলে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন সেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রামের এই সার্কিট হাউজে শহীদ হয়েছিলেন। কাজেই উনার এই স্মৃতি বিজড়িত সার্কিট হাউস সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের সবার। এইজন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং চট্টগ্রামের অন্যান্য সেবা সংস্থাগুলোকে আমি বলতে চাই যে আপনারা সবাই এটার জন্য একসাথে কাজ করবেন এবং আমি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে এটার সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছি। আশা করি অনতিবিলম্বে এটার কাজ শুরু হবে এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এই স্মৃতি জাদুঘরের মাধ্যমে আমাদের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসসহ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবদানের ইতিহাস জানতে পারবে।।" এসময় মেয়রের সাথে উপস্থিত ছিলেন গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং জাদুঘরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিতে শিক্ষকদের ভূমিকা রাখতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়া ঠেকাতে স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিতে শিক্ষকদের ভূমিকা রাখার আহবান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সোমবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃবিদ্যালয় বার্ষিক ও এসএসসি নির্বাচনী পরীক্ষা- ২০২৫ এর ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সভায় চসিকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় শীর্ষ অবস্থানে থাকা ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে শুভেচ্ছা জানান মেয়র। সভায় ১ম স্থান অর্জনকারী অপর্ণাচরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, ২য় স্থান অর্জনকারী কৃষ্ণকুমারী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তমিজ উদ্দিন, ৩য় স্থান অর্জনকারী রামপুর সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরিফুর রহমান ফারুকীকে মেয়র বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। সভায় শিক্ষকরা তাদের বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরেন।মেয়র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেন, শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়া ঠেকাতে স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য শিক্ষকদের ক্লাসরুমভিত্তিক উপস্থিতি তদারকি জোরদার করতে হবে এবং অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের দ্রুত শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।তিনি আরও বলেন, নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে অভিভাবকদের অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী নিয়মিত স্কুলে আসে না, তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী—এই ত্রিপাক্ষিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কাউন্সেলিং কার্যক্রম চালু করতে হবে।মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য পাঠদানের গুণগত মান বৃদ্ধি, নিয়মিত মডেল টেস্ট, দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাস এবং ফলাফলভিত্তিক একাডেমিক ফলোআপ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন মেয়র।স্বাস্থ্য সচেতন শিক্ষার্থী গড়ে তুলতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য 'স্কুল হেলথ কার্ড' কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা শিক্ষা অর্জনের অপরিহার্য অংশ।এছাড়া শিক্ষার্থীদের মননশীলতা ও সৃজনশীল বিকাশে স্কুল পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আরও বেগবান করার নির্দেশ দেন মেয়র। তিনি বলেন, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে ওঠে, যা তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে সহায়তা করে।

এসময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন–এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমা বিনতে আমিনসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানবৃন্দ। এছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃবিদ্যালয় পরীক্ষা কমিটি–২০২৫ এর আহ্বায়ক ফতেয়াবাদ শৈলবালা সি.ক. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জুলফিকার আলী হায়দার, সদস্য কৃষ্ণকুমারী সি.ক. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক লুৎফুন্নিছা খানম, শহীদ নগর সি.ক. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৌমেন ব্যানার্জী, কাপাসগোলা সি.ক. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) মুহাম্মদ শাজাহান আলম এবং সদস্য-সচিব জুলেখা আমিনুর রহমান সি.ক. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

শীতার্তদের সহায়তায় বিত্তবানরা এগিয়ে আসুন: চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরীর শীতার্তদের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিযে আসার আহবান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সোমবার ব্রাক ব্যাংক পিএলসি চট্টগ্রাম রিজিয়ন এর উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের জন্য মেয়র এর নিকট ৩ হাজার পিস কম্বল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মেয়র এই আহবান জানান।এ সময় মেয়র ব্রাক ব্যাংক এর এ মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, “শীত মৌসুমে গরিব ও অসহায় মানুষের কষ্ট লাঘবে এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সমাজের বিত্তবান ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে এলে নগরীর মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে। ব্রাক ব্যাংক ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আশা করছি।এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ূন কবির চৌধুরী, ব্র্যাক ব্যাংক এর পক্ষে উপস্তিত ছিলেন চট্টগ্রাম রিজিওনাল হেড শহীদুল ইসলাম খান (মামুন), ক্লাস্টার ম্যানেজার কানু চক্রবর্তী, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ফাহমিদ বিন আহমেদ সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

নোংরা পরিবেশে বেকারি পণ্য তৈরি, দুই প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বেকারি পণ্য তৈরি ও বিক্রির দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রবিবার নগরের ডিটি রোড ও ঈদগাহ কাঁচা রাস্তার মোড় এলাকায় চসিকের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে বেকারি পণ্য তৈরি, খাদ্যে বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহার ও মেয়াদ বিহীন নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য সংরক্ষণ করার দায়ে ডিটি রোডের ইমন ফুডস এন্ড বেকারিকে ২০ হাজার টাকা এবং ঈদগাহ কাঁচা রাস্তার মোড়ের ওমর লাইভ বেকারিকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮